ই-অগ্রণী দর্পণ

৩য় বর্ষ | ২য় সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০২১

অগ্রণী-র আমানতে

এক লাখ কোটি টাকার মাইলফলক

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation

www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

পরিচালনা পর্ষদ

ড. জায়েদ বখ্‌ত
চেয়ারম্যান

মফিজ উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক

কাশেম হুমায়ূন
পরিচালক

ড. মো. ফরজ আলী
পরিচালক

কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
পরিচালক

খোন্দকার ফজলে রশিদ
পরিচালক

তানজিনা ইসমাইল
পরিচালক

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

ই-অগ্রণী দর্পণ

প্রধান উপদেষ্টা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টামন্ডলী

মো. রফিকুল ইসলাম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. ওয়ালি উল্লাহ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ((অবসর ২৭.৬.'২১)

প্রধান সম্পাদক

সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
চেয়ারম্যান (মহাব্যবস্থাপক/অব.)
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

উপ-প্রধান সম্পাদক

হোসাইন ঈমান আকন্দ
মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো)

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

জাকির হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সদস্য সচিব
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

সহকারি সম্পাদক

মো. সোহান মন্ডল
প্রিন্সিপাল অফিসার

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার

সুদীপ্ত জোয়ার্দার
প্রিন্সিপাল অফিসার

ইসরাত ইরিন
সিনিয়র অফিসার

খন্দকার মফিজুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার

মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার

ফাত্তাহ তানভীর মো. ফয়সাল
প্রিন্সিপাল অফিসার

নিলয় মল্লিক
সিনিয়র অফিসার

পারভীন আক্তার
সিনিয়র অফিসার

এস এম আল-আমিন
অফিসার (ক্যাশ)

প্রকাশনায় : স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ২৫/এ দিলকুশা (আলামিন সেন্টার, ফ্লোর ১৩) ঢাকা
ফোন +৮৮ ০২-৯৫১৫২৮৫, ssc@agranibank.org, www.eagranidarpon.org

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৫
অগ্রণী পরিক্রমা	০৬
আমানতে এক লাখ কোটি টাকার মাইলফলকে অগ্রণী ব্যাংক	০৬
ঘরে বসেই খোলা যাবে ব্যাংক হিসাব: অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট অ্যাপ উদ্বোধন	০৭
প্রাণ ডেইরি'র খামারীদের ঋণ দিচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক	০৮
করোনার দ্বিতীয় ডোজ টিকা নিলেন অগ্রণী'র চেয়ারম্যান ও এমডি	০৮
অগ্রণী ব্যাংকে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা ও ব্যবসায়িক আলোচনা সভা	০৯
সিঙ্গাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের নতুন সেবা কেন্দ্র চালু	০৯
মিটফোর্ড হাসপাতালের নার্সদের ছাতা উপহার দিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক	১০
অগ্রণী ব্যাংকের রিকভারি বুস্টআপ সভা	১০
অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স শীর্ষক ওয়েবিনার	১১
তিন হাজার কোটি টাকার সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের: লীড অ্যারেঞ্জার অগ্রণী ব্যাংক	১২
বিশেষ প্রতিবেদন	১৪
দেশের শীর্ষ ব্যাংকের মুকুট অর্জনের পথে এগিয়ে চলছে অগ্রণী ব্যাংক	১৪
সভা ও সম্মেলন	১৬
অগ্রণী ব্যাংকের ভার্চুয়াল বোর্ড সভা	১৬
অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের পরিচালনা পর্ষদের সভা	১৬
অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়ার বোর্ড সভা	১৭
ট্রেনিং ও কর্মশালা	১৮
এবিটিআই-এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কর্মশালা	১৮
এবিটিআই-তে জাতীয় শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি শীর্ষক কর্মশালা	১৮
রিশেপিং বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন ফর গিভিং পারসোনালাইজড সার্ভিসেস শীর্ষক কর্মশালা	১৯
এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে অন্যান্য ভার্চুয়াল কর্মশালা	১৯
চুক্তিসমূহ	২০
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অগ্রণী-র রপ্তানিমুখী শিল্পখাত উন্নয়নের চুক্তি	২০
অগ্রণী ব্যাংক ও আরপিসিএল-নরিনকো-র মধ্যে চুক্তি	২১
গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি	২২
শোক সংবাদ	২২
অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক আইন উপদেষ্টা এসএ রহিমের ইন্তেকাল	২২
এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে যে সব অগ্রণীয়ানকে হারিয়েছি	২৩
সাহিত্য ও সংস্কৃতি	২৪
ভ্রমণকথা: শিশু স্বর্গে তিরিশ মিনিট	২৪
কবিতা: পরস্পর দু'জন	২৬
স্মৃতির আরকাইভস	২৭
স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে	২৭
ফটো গ্যালারি	২৮

সম্পাদকীয়

সম্পদে ও সম্মানে বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে যা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন অনেক দেশের জন্যই একটি উদাহরণ। একসময়ের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' এর তকমা উতরিয়ে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। এক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যাংক সহ দেশের ব্যাংকগুলোর রয়েছে অর্থবহ অবদান।

মুজিব জন্মশতবর্ষকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অগ্রণী ব্যাংক অনেকগুলো বড় সাফল্য অর্জন করেছে। করোনাকালের বিদ্যমান বহুব্যাপী সংকটের মাঝেও চলতি বছরে ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রেখেছে অগ্রণী ব্যাংক। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহ সকল ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে। বস্তুত আগামী দিনে ব্যাংকটিকে দেশের শীর্ষ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে চলেছে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ২০১৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯,৪০৫ কোটি টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির ফলে সম্প্রতি আমানতে ব্যাংকটি এক নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে। রাষ্ট্র খাতের সোনালী ব্যাংকের পর চলতি বছরের ৩১ মে আমানতে ১ লক্ষ কোটি অর্থাৎ এক ট্রিলিয়ন টাকার আমানতধারী এলিট ক্লাবে যুক্ত হয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে এই এলিট ক্লাবের সংখ্যা মাত্র তিনটি যার মধ্যে অগ্রণীও একটি হল। এই সাফল্য অর্জনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সকল অগ্রণীয়ানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

করোনার ধাক্কা সামলে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখার পাশাপাশি অগ্রণী ব্যাংক মুজিব জন্মশতবর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পালন অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত -এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার এর উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছেন। প্রধান কার্যালয়ের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ম্যুরাল তৈরি হয়েছে যা এখন ফলক উন্মোচনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স উপলক্ষে নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে জুম ওয়েবিনারের আয়োজন করা, রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিঙ্গাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের নতুন সেবাকেন্দ্র চালু করা, ভার্চুয়াল বোর্ড সভা, অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের পর্ষদের সভা, অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়ার বোর্ড সভা, এবিটিআই-এ বিভিন্ন ভার্চুয়াল কর্মশালার আয়োজন করা ইত্যাদি।

দেশের বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে লিডিং ব্যাংক হিসেবে অগ্রণীর নেতৃতে ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি সিন্ডিকেটেড অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ চার ব্যাংক। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রপ্তানিমুখী শিল্পখাত উন্নয়ন চুক্তি, আরপিসিএল-নরিনকো এবং গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে দ্বিমুখী চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এই সময়ে। চালু হয়েছে আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট অ্যাপ যার মাধ্যমে গ্রাহক নিজে ঘরে বসেই ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে পারবেন।

এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে করোনা, বিভিন্ন ব্যাধি এবং দুর্ঘটনায় ইহকাল ত্যাগ করেছেন বর্তমান ও প্রাক্তন অনেক অগ্রণীয়ান যন্মধ্যে ১২ জন ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। অগ্রণী ব্যাংকের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের আইন উপদেষ্টা এসএ রহিম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি....রাজিউন)। তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

তৃতীয় বর্ষ ২য় সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন) যাদের লেখা রয়েছে এবং যে সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

অগ্রণী পরিক্রমা

আমানতে
এক লাখ কোটি টাকার মাইলফলকে অগ্রণী ব্যাংক

আমানতে লক্ষ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রমের উদযাপন সভায় ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়কালে চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ

এক লাখ কোটি টাকার আমানতের বিশাল মাইলফলক অতিক্রম করেছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড যা বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহের মধ্যে আরেকটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। ৩১ মে ব্যাংকটিতে আমানতের পরিমাণ বেড়ে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এ উপলক্ষে ৬ জুন কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে আমানতে লক্ষ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে অভিনন্দিত করা হয়। উদযাপন সভায় পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এই মাইলফলক অতিক্রম করায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ, মহাব্যবস্থাপকগণ সহ উর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এক লাখ কোটি টাকার আমানতের বিশাল মাইলফলক অতিক্রম করেছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড যা বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহের মধ্যে আরেকটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল।

ঘরে বসেই খোলা যাবে ব্যাংক হিসাব

অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট অ্যাপ উদ্বোধন

ভিডিও কনফারেন্সিং প্লাটফর্ম জুম-এ অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট অ্যাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের একাংশ

প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং সেবায় এগিয়ে যাচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। গ্রাহকদের হিসাব খোলার কার্যক্রম সহজ করতে 'অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট' নামে নতুন একটি অ্যাপ সেবা চালু করা হয়েছে। এতে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এখন আর সরাসরি ব্যাংকে না আসলেও চলবে। মুঠোফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে বসেই খোলা যাবে অ্যাকাউন্ট। ২৭ জুন এক অনলাইন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট' নামের অ্যাপস উদ্বোধন করেন সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। ভিডিও কনফারেন্সিং প্লাটফর্ম জুম-এ এক অনলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ব্যাংকের আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন। প্রধান অতিথি মোস্তফা জব্বার তার বক্তৃতায় বলেন, অগ্রণী ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে হিসাব খোলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বড় ধরণের সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে। এ করোনা মহামারীর সময় এটি হবে একটি সময় উপযোগী ও কার্যকর সেবা। সবুজ অর্থায়নে প্রথম স্থান অর্জন এবং পদ্মা সেতুতে ১ বিলিয়ন ডলারের উপরে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানদাতা হিসেবেও অগ্রণী ব্যাংকের প্রশংসা করেন তিনি। এছাড়াও এই মোবাইল অ্যাপ-এর তার প্রথম হিসাব খোলার সুযোগ ও সম্মান দেয়ায় মাননীয় মন্ত্রী অগ্রণী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এখন আর সরাসরি ব্যাংকে না আসলেও চলবে। মুঠোফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে বসেই খোলা যাবে অ্যাকাউন্ট।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মফিজ উদ্দিন আহমেদ, কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, তানজিনা ইসমাইল, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক একেএম ফজলুর রহমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এছাড়াও ওয়েবিনারে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকগণ, ডিভিশন প্রধানগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহীগণ, অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর ও অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়ার সিইও, ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের প্লে-স্টোরে অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট অ্যাপ

সভাপতির বক্তব্যে ড. জায়েদ বখ্‌ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে রেমিট্যান্সে শীর্ষে অগ্রণীর এক দশকের অবস্থান আমানতে লাখ কোটি টাকার ক্লাবে প্রবেশ সহ বিভিন্ন সূচকে অগ্রণীর এগিয়ে যাবার কথা উল্লেখ করে বলেন ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা পুরণে ভূমিকা রেখে অগ্রণী ব্যাংক দেশ ও জাতির সেবায় বদ্ধপরিকর। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, জাতির পিতার প্রদত্ত নাম ধারণ করে অগ্রণীর অবিরত অগ্রযাত্রায় ঘরে বসে যেকোন সময় অগ্রণী-ই হিসাব একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংক হিসেবে প্রথম আর্বিভূত হয়েছে এবং এ অবস্থান ব্যাংকটি ধরেও রাখবে।

অগ্রণী ব্যাংকে প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা এটিএম, পিওএস, আরটিজিএস, এজেন্ট ব্যাংকিং, ডিজিটাল লেনদেন (ব্যাংক থেকে বিকাশ, বিকাশ থেকে ব্যাংক) সেবার সাথে যুক্ত হলো মোবাইলে অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট' অ্যাপ। যেসব নাগরিকদের নিজের জাতীয় পরিচয়পত্র আছে তারা এই অ্যাপ দিয়ে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের কোনও ধরণের প্রাথমিক সহযোগিতা ছাড়াই তাৎক্ষণিক অগ্রণী ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

প্রাণ ডেইরি-র খামারীদের ঋণ দিচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক এবং প্রাণ ডেইরি-র সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন ড. জায়েদ বখ্‌ত।

কৃষকদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে তা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে প্রাণ ডেইরি লিমিটেডের সাপ্লাই চেইনে ঋণ প্রদান করছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ২ মে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাণ আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (কর্পোরেট ফাইন্যান্স) উজমা চৌধুরী। ড. জায়েদ বখ্‌ত কৃষকদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহের কার্যক্রম সরাসরি লাইভে দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেশের দুধের চাহিদা ও পুষ্টির অভাবজনিত চাহিদা মেটাতে এরকম অর্থায়ন বড় ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উজমা চৌধুরী প্রাণ ডেইরি'র ব্যবসা সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয়ের একটি স্লাইড প্রদর্শনী উপস্থাপনা করেন। এসময় উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

করোনার দ্বিতীয় ডোজ টিকা নিলেন অগ্রণী'র চেয়ারম্যান ও এমডি

করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ টিকা নিয়েছেন অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ আরও কয়েকজন উর্ধ্বতন নির্বাহী। ১৩ এপ্রিল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস এন্ড হসপিটালের টিকা কেন্দ্রে তারা এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ডোজ টিকা নিচ্ছেন ড. জায়েদ বখ্‌ত এবং মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

অগ্রণী ব্যাংকে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা ও ব্যবসায়িক আলোচনা সভা

প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে ১৭ মে ঈদ পরবর্তী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যাংকের সার্বিক বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম কর্তৃক সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম সহ সকল মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় প্রধানগণের উপস্থিতিতে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা ও সরকার ঘোষিত প্রণোদনা বাস্তবায়নের জন্য সকলকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় ও আলোচনা সভা

সিঙ্গাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের নতুন সেবা কেন্দ্র চালু

সিঙ্গাপুরের শিল্পাঞ্চল এবং শ্রমিকদের আবাসন কেন্দ্রিক এলাকা সমুদ্র তীরবর্তী 'তোয়াস'-এ বসবাসরত প্রবাসীদের রেমিট্যান্স সেবা দিতে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের একটি নতুন সেবাকেন্দ্রের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়েছে।

তোয়াস সাউথ ডরমিটরি, ১ তোয়াস সাউথ, স্ট্রিট-১২ তে চালু হওয়া এই সেবাকেন্দ্র থেকে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে ডরমিটরিগুলোতে বসবাসকারী প্রবাসীরা অনায়াসে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।

২৫ মে এই রেমিট্যান্স সেবাকেন্দ্র চালুর কার্যক্রম ও দোয়া অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক রূবানা পারভীন, সিঙ্গাপুরস্থ অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও এএসএম শরীফুল ইসলাম এবং প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধারা।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, রেমিট্যান্স সেবায় বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে অগ্রণী ব্যাংক সবসময়ই গ্রাহকের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই পদক্ষেপ।

সিঙ্গাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের চালুকৃত নতুন সেবাকেন্দ্রে দোয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুনামের সাথে সিঙ্গাপুর প্রবাসীদের মাঝে রেমিট্যান্সসহ বিভিন্ন অনাবাসী সেবা দিয়ে আসছে। নতুন সেবা কেন্দ্রটি ছাড়াও বর্তমানে ডেসকার রোডে অবস্থিত প্রধান শাখা জু-কুন, জুরং ইস্ট এবং উডল্যান্ড শাখা সহ মোট ৫টি শাখার মাধ্যমে রেমিট্যান্স সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মিটফোর্ড হাসপাতালের নার্সদের ছাতা উপহার দিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক

মিটফোর্ড হাসপাতালের পরিচালকের মাধ্যমে নার্সদের ছাতা উপহার দিচ্ছেন মিটফোর্ড শাখার ব্যবস্থাপক

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে ছাতা উপহার দেয়া হয়েছে। ২৭ মে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. কাজী রশীদ-উন-নবী, উপ-পরিচালক জনাব ডা. মো. আলী হাবিব এবং সহকারি পরিচালক ডা. মো. আনোয়ারুল আজীমের উপস্থিতিতে ব্যাংকের লোগো সম্বলিত ছাতা বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন মিটফোর্ড হাসপাতাল শাখার সভাপতি জরিনা আক্তার ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা পারভীনের হাতে তুলে দেন অগ্রণী ব্যাংকের মিটফোর্ড হাসপাতাল শাখার ব্যবস্থাপক মীর্জা মোহাম্মদ আবুল বাছেদ। ইতোপূর্বে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কম্পাউন্ডে একটি এটিএম বুথ ও একটি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য ১২ মে ২০২১ বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে ২০২১।

অগ্রণী ব্যাংকের রিকভারি বুস্টআপ সভা

করোনাকালে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মধ্যেও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ভার্চুয়াল কানেকটিভিটির মাধ্যমে সকল অগ্রণীয়ানদের উজ্জীবিত রাখতে ক্লাস্টার ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে রিকভারি বুস্টআপ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

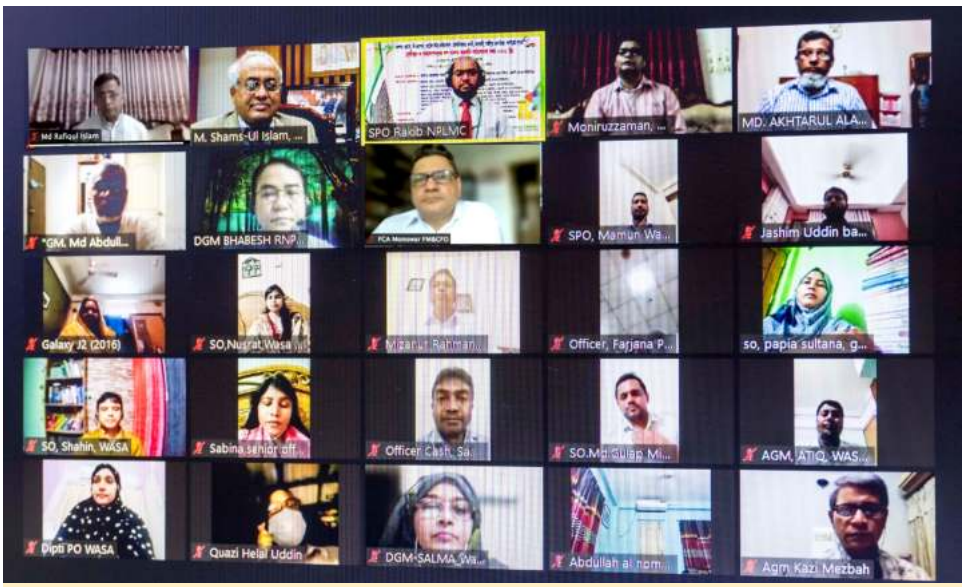

ভার্চুয়াল কানেকটিভিটির মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংকের রিকভারি বুস্টআপ সভার একাংশ

১০ জুন ঢাকার ৯টি কর্পোরেট শাখার শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতি বিষয়ে এক ভার্চুয়াল পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে জুম ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সভায় ব্যাংকের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সূচক যেমন আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, নন-ইন্টারেস্ট ইনকাম, ডিপোজিট এবং ঋণ ও অগ্রীমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের আন্তরিকভাবে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করে কার্যক্রম চালানোর জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে খেলাপী এবং আটকে পড়া ঋণ কিভাবে আদায় করা যায়, তা কেইস টু কেইস ভিত্তিতে আলোচনা করে সমাধান দেয়া হয়। ওয়েবিনারে শাখা প্রধানসহ ঋণ কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে খেলাপী ঋণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভার প্রধান অতিথি মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ব্যাংকের সার্বিক সফলতাসহ রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় অগ্রণী ব্যাংকের অবস্থান তুলে ধরেন। ব্যাংকের ডিপোজিট ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় তিনি সকল অগ্রণীয়ানদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, করোনার এই প্রতিকুলতার মধ্যেও আমাদের ব্যাংকের বেশির ভাগ সূচক ভালো আছে। খেলাপী ও অবলোপনকৃত ঋণ থেকে আদায়ের জোরালো এবং বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভার সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে কেইস টু কেইস বিবেচনায় কাস্টমাইজেশন এবং ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে নিয়ম নীতির মধ্যে থেকে সুবিধা ও কৌশল বের করতে হবে। শাখা প্রধান ও ক্রেডিট অফিসারদের মেধা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগানোর প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

ভার্চুয়াল এ সভায় মহাব্যবস্থাপকগণ, কর্পোরেট শাখা প্রধানগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ, আইন উপদেষ্টা সহ বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স শীর্ষক ওয়েবিনার

অর্ধবার্ষিকী সমাপনি ২০২১ এর ব্যবসায়িক পারফরম্যান্সের ওয়েবিনার সভার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংকে অর্ধবার্ষিকী সমাপনী সামনে রেখে মে ২০২১ ভিত্তিক ব্যবসায়িক পারফরম্যান্সের উপর ১১ মে এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যে পারফরম্যান্সের সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। এছাড়াও আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, ব্যাংকের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সঠিক রিটার্ন ও বিবরণী পাঠানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। ওয়েবিনারে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালী উল্লাহ্ সহ মহাব্যবস্থাপকগণ, কর্পোরেট শাখা প্রধান, আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ারের সাড়ম্বর উদ্‌যাপন

তিন হাজার কোটি টাকার সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের

লীড অ্যারেঞ্জার অগ্রণী ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক ও ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেডের মধ্যে সিন্ডিকেশন প্রজেক্ট লোন ফ্যাসিলিটিস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিগণ।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের মেঘনাঘাটে ৫৮৪ মেগাওয়াট সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে ইউনিক গ্রুপের মালিকানাধীন ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড। এ বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি সিন্ডিকেটেড অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক। অগ্রণী ব্যাংকের নেতৃত্বে সিন্ডিকেটভুক্ত অন্য তিন ব্যাংক হচ্ছে সোনালী, জনতা ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড। দেশের বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সর্ববৃহৎ চার ব্যাংকের এটিই সবচেয়ে বড় সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন।

অগ্রণী ব্যাংকের নেতৃত্বে সিন্ডিকেটভুক্ত অন্য তিন ব্যাংক হচ্ছে সোনালী, জনতা ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড। দেশের বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সর্ববৃহৎ চার ব্যাংকের এটিই সবচেয়ে বড় সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে অর্থায়নের লক্ষ্যে ১৫ জুন রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড ও রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের মধ্যে 'সিন্ডিকেশন প্রজেক্ট লোন ফ্যাসিলিটিস এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। চুক্তিতে ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পদ্মা ব্যাংকের চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সারাফাত এবং অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও রাষ্ট্রায়ত্ত অন্য তিন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকগণ স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলাম, সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আতাউর রহমান প্রধান, জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুস সালাম আজাদ, রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ, ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ারের চেয়ারম্যান ও ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নূর আলী, ইউনিক গ্রুপের অন্যান্য পরিচালক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশের কান্ট্রি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নাসির এজাজ বিজয়, জিই বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজারসহ রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক ও ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যুৎ প্রকল্পটির মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৭৩ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। এই প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে ৩ হাজার ৫৫ কোটি ৩৮ লাখ টাকার তহবিল যোগানে লীড অ্যারেঞ্জার ও এজেন্ট ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। অগ্রণী ব্যাংক এ প্রকল্পে মোট ৯৬৮ কোটি ১ লাখ টাকা অর্থায়ন করবে। এর মধ্যে মেয়াদি ৭৩৯ কোটি ৯৮ লাখ, আইডিসিপি ১৬৬ কোটি ৪৯ লাখ ও চলতি মূলধন ৬১ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

বিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে সবচেয়ে বেশি ৯৮৮ কোটি ২৭ লাখ টাকা অর্থায়ন করবে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। এর মধ্যে ৮০৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা মেয়াদি ও ১৮১ কোটি ৫২ লাখ টাকা আইডিসিপি ঋণ। জনতা ব্যাংক লিমিটেড বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে মোট ৫৪৩ কোটি ৮৮ লাখ টাকা অর্থায়ন করবে। এর মধ্যে ৪৪৩ কোটি ৯৯ লাখ টাকা মেয়াদি ও ৯৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা আইডিসিপি ঋণ রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ারকে ৫৫৫ কোটি ২১ লাখ টাকা ঋণ দেবে। এর মধ্যে ৪৫৩ কোটি ২৩ লাখ টাকা মেয়াদি আর ১০১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা আইডিসিপি।

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, বিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন রয়েছে। প্রকল্পে বিদেশী অর্থায়নের ক্ষেত্রে লিড অ্যারেঞ্জার হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কাজ করছে। প্রকল্পটির বিনিয়োগের আকার ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক ৩ হাজার ৫৫ কোটি টাকা জোগান দিচ্ছে। সম্ভাবনাময় প্রকল্প হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক বিদুৎ কেন্দ্রটিতে বিনিয়োগ করছে। কেন্দ্রটি ২০২২ সালের জুলাইয়ের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ারে রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের অর্থায়ন

UNIQUE MEGHNAGHAT POWER LIMITED

সূত্র : সংশ্লিষ্ট ব্যাংক

সিন্ডিকেটভুক্ত ব্যাংক	ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
	মেয়াদি	নির্মাণকালীন সুদ	চলতি মূলধন	মোট
অগ্রণী ব্যাংক	৭৩৯.৯৮	১৬৬.৪৯	৬১.৫৪	৯৬৮.০১
সোনালী ব্যাংক	৮০৬.৭৫	১৮১.৫২	-	৯৮৮.২৭
জনতা ব্যাংক	৪৪৩.৯৯	৯৯.৯০	-	৫৪৩.৮৮
রূপালী ব্যাংক	৪৫৩.২৩	১০১.৯৮	-	৫৫৫.২১
মোট	২৪৪৩.৯৫	৫৪৯.৮৯	৬১.৫৪	৩০৫৫.৩৮

বিশেষ প্রতিবেদন

আমানতে এক লাখ কোটি টাকার মাইলফলক

দেশের শীর্ষ ব্যাংকের মুকুট অর্জনের পথে এগিয়ে চলছে অগ্রণী ব্যাংক

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে পুরো ব্যাংকিং সেবার চিত্র পাল্টে দিতে চলেছে অগ্রণী ব্যাংক। নতুন উৎসাহ ও অঙ্গীকার নিয়ে দেশের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে টেকসই ভিতের ওপর দাঁড় করানোর জন্য অগ্রণী ব্যাংক সকল উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের বিশেষ বছরে অগ্রণী ব্যাংক অর্জন করেছে একটি অনবদ্য সাফল্য। প্রথমবারের মতো এ ব্যাংকের আমানত এক লক্ষ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। চলতি বছরের ৩১ মে এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১,০০,৯০৩.২৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ১,০০,৯০৩,২৭,০৬,২১১.৮০ টাকা। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে ব্যাংকের মোট আমানত ছিল ৯৬ কোটি টাকা। ২০০৭ সালে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার বছরে মোট আমানত দাঁড়ায় ১৩,৫৯২ কোটি টাকা।

২০১৬ সালে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের বছরে আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯,৪০৫ কোটি টাকা। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক সূচকেই Big Push সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমে ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা ও নিরলস পরিশ্রমে উক্ত কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক সূচকেই আশানুরূপ সফলতা অর্জিত হয়। পরবর্তী বছরগুলোতেও সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে এবং ক্রমেই এ অগ্রযাত্রা আরও বেগবান ও গতিশীল হয়।

২০১৯ সালে সর্বশেষ অঞ্চলপ্রধান সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় রূপকল্প Golden Vision 2030। উক্ত রূপকল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে সকল সরকারি ব্যাংকের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারি ব্যাংক সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংক হিসেবে ইমেজ প্রতিষ্ঠা; সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে অবদান রাখার মাধ্যমে 'ব্যাংক

ফর ডেভেলপমেন্ট' হিসেবে পরিচিতি লাভ; ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিতজনদের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে 'ব্যাংক ফর ইনক্লুসিভ সোসাইটি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।

সমন্বিত লক্ষ্যভেদী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ব্যাংকের মোট সম্পদ তথা ব্যালেন্সশীট এক্সপোজার ১০০ হাজার কোটি (১ ট্রিলিয়ন) টাকায় উন্নীত হয় এবং একই বছরে আমানত সংগ্রহে প্রথমবারের মতো সরকারি ব্যাংক সমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের অবস্থান দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত হয়। ২০২১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উৎসবের বিশেষ বছরে প্রথমবারের মতো এ ব্যাংকের আমানত ১০০ হাজার কোটি (১ট্রিলিয়ন) টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এই ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রথম অর্ধ-শতক (পঞ্চাশ হাজার) কোটি টাকা আমানত এসেছে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪৪ বছরে (১৯৭২-২০১৬) আর দ্বিতীয় অর্ধ-শতক (পঞ্চাশ হাজার) কোটি টাকা অর্থাৎ পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা আমানত এসেছে মাত্র সাড়ে চার বছরে (২০১৭ থেকে মে ২০২১)। আমানতের এই প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে এক অভূতপূর্ব ঘটনা- অগ্রণীর মুকুটে আরও একটি উজ্জয়ীনী পালক সংযোজন। এ অনন্য সাধারণ অর্জনটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

রেমিট্যান্স সংগ্রহে অগ্রণী ব্যাংক বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও দেশের সরকারি সকল ব্যাংকের মধ্যে প্রথম স্থান আরও মজবুত করে সরকারি ব্যাংক সমূহের মধ্যে পরপর ৯ম বারের মতো শীর্ষ স্থানের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। দ্রুত কমছে খেলাপী ঋণ ও লোকসানী শাখা। বর্তমানে আমরা সরকারি ব্যাংকের মধ্যে এপিএ (বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা), আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় প্রথম স্থানে, CMSME খাতে প্রণোদনা ঋণ বিতরণে ১০৫% অর্জন করে সর্বাগ্রে রয়েছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকই প্রথম ওবিইউ (অফ-শোর ব্যাংকিং ইউনিট) সহ এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে। এছাড়াও সরকারের আর্থিক প্রণোদনা ১.২৪ ট্রিলিয়ন (১,২৪০০ কোটি) টাকার একটা অংশ সঠিকভাবে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। সবুজ অর্থায়নে সকল ব্যাংকের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জনসহ সরকারের বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বৈদেশিক মুদ্রা যোগান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ উদ্যোগে স্বপ্নের পদ্মাসেতু নির্মাণে এই ব্যাংক তার রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের মাধ্যমে আহরিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে ১.৩ বিলিয়ন ডলার এককভাবে যোগান দিতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এক শুভেচ্ছা বাণীতে বলেছেন, পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্ত এর নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের সুযোগ্য পরিচালকবৃন্দের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা এবং ব্যাংকের সকল কর্মচারী, কর্মকর্তা, নির্বাহীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণেই এরূপ ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ বিরল অর্জনের জন্য পরিচলানা পর্ষদ কর্তৃক প্রশংসা করা হয়েছে, যা আমাদের কাজের গতিকে আরও বেগবান করবে বলে প্রত্যাশা করেন।

ব্যাংকের সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদিন নিশ্চয়ই এ ব্যাংক দেশের শীর্ষ ব্যাংকের মুকুট লাভের গৌরব অর্জন করার মাধ্যমে জাতির পিতার দেয়া 'অগ্রণী ব্যাংক' নামকরণের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে।

প্রতিবেদক: এস এম আল-আমিন, অফিসার (ক্যাশ), স্পেশাল স্টাডি সেল।

সভা ও সম্মেলন

অগ্রণী ব্যাংকের ভার্চুয়াল বোর্ড সভা

অগ্রণী ব্যাংকের ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় অংশগ্রহণকারী পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

করোনাকালীন লকডাউন সময়ে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে ১৯ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল ২০২১ পরিচালনা পর্ষদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৯ এপ্রিল ৭২১তম, ২২ এপ্রিল ৭২২তম, ২৬ এপ্রিল ৭২৩তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ভার্চুয়াল এ সভাগুলোয় অংশনেন পরিচালক কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশীদ, তানজিনা ইসমাইল, মফিজ উদ্দিন আহমেদ, পর্যবেক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম ফজলুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ্ ও কোম্পানি সচিব খন্দকার সাজেদুল হক সভাগুলোতে সংযুক্ত ছিলেন। সভা সমূহে ব্যাংকের নিয়মিত কর্মকান্ড নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের পরিচালনা পর্ষদের সভা

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির গতিপ্রবাহ চলমান রাখতে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৮ এপ্রিল ৭৬ তম, ২৪ মে ৭৭ তম, ২৬ মে ৭৮ তম এবং ১৬ জুন ৭৯ তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ভার্চুয়াল এ সভাগুলোয় অংশনেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, অর্থ মন্ত্রণালয়ের

উপসচিব মো. জেহাদ উদ্দিন, কোম্পানির পরিচালক একেএম দেলোয়ার হোসেন এফসিএমএ, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ এফসিএমএ, অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সিইও (চলতি দায়িত্ব) অরুন্ধতী মন্ডল ও কোম্পানি সচিব মো. তারিকুল ইসলাম। সভায় অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভার্চুয়ালি অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ সভার একাংশ

অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়ার বোর্ড সভা

জুম ওয়েবিনারে অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়ার ৪৫তম বোর্ড সভা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়া এসডিএন, বিএইচডি এর ৪৫তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২ মে জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে সভায় সংযুক্ত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সিলর মো. জহিরুল ইসলাম, ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক রুবানা পারভীন, অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়ার সিইও খালেদ মুরশেদ রিজভী, হেড অব কমপ্ল্যায়েন্স খায়রুল আনোয়ার বিন মো. জাহরিন, কোম্পানি সচিব জুলি কো.। সভায় ২০২০ সালের পারফরম্যান্স এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি, মোবাইল অ্যাপস চালুকরণ সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা এবং নির্দেশনা দেয়া হয়।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

এবিটিআই-এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কর্মশালা

জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে এবিটিআই-এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক ২১ এপ্রিল বার্ষিক কর্মসম্পাদন বিষয়ক চুক্তি (এপিএ) শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জুমের মাধ্যমে এই কর্মশালার সমাপনীতে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এসময় তিনি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের প্রথম স্থান পূর্বের ন্যায় বহাল রাখার পাশাপাশি অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সাফল্য বৃদ্ধির বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এবিটিআই এর পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশনেন সেন্ট্রাল একাউন্টস ডিভিশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক দেবব্রত পাল, এপিএ'র টিম মেম্বার মো. ফয়সাল আহমেদ প্রমুখ। কর্মশালায় সকল ডিভিশনের প্রধানগণ, ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী, কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

এবিটিআই-তে জাতীয় শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং জেন্ডার ইকুয়্যালিটি কর্মশালা

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক ২ এপ্রিল National Integrity Strategy (NIS), Annual Performance Agreement (APA) & Gender Equality শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারের মাধ্যমে এই কর্মশালায় জাতীয় শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন, জেন্ডার ইকুয়্যালিটি, ব্যক্তি নির্বিশেষে সম্পদ, সুযোগ ও সুরক্ষা লাভ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালার প্রধান অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে সকলকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে গত বছরের ন্যায় প্রথম স্থান ধরে রাখার পাশাপাশি অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সাফল্য বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এবিটিআই এর পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশনেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রুখসানা হাসিন, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ, এবিটিআই এর প্রাক্তন পরিচালক মো. আখতার হোসাইন। কর্মশালায় মহাব্যবস্থাপকগণ, সার্কেল প্রধান, অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান, ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী, শাখা ব্যবস্থাপক সহ প্রায় ১,৬০০ জন অগ্রণীয়ান সংযুক্ত ছিলেন।

রিশেপিং বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন ফর গিভিং পারসোনালাইজড সার্ভিসেস শীর্ষক কর্মশালা

ওয়েবিনারের মাধ্যমে ২৬ জুন 'রিশেপিং বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন ফর গিভিং পারসোনালাইজড সার্ভিসেস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই)। এ কর্মশালার প্রধান অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ব্যাংকের পার্সোনালাইজড সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তার ইনোভেটিভ আইডিয়া সমূহ তুলে ধরেন।

এবিটিআই আয়োজিত ভার্চুয়াল কর্মশালার একাংশ

কর্মশালার প্রধান বক্তা ভারতের কলকাতার স্টেট ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব লিডারশিপ -এর ডিন প্রফেসর ড. নারায়ণ কৃষ্ণ কুমার কাস্টমারদের পার্সোনালাইজড সেবা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ স্কিল এবং কাস্টমারদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিআইবিএম, ঢাকার প্রফেসর ড. শাহ মো. আহসান হাবীব কাস্টমারদের চাহিদা মূল্যায়ন কৌশল এবং ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের সভাপতিত্বে কর্মশালার আলোচনায় অংশ নেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (হেড অব আইসিসি) মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ প্রমুখ। কর্মশালায় ২৪৭ টি শাখার ব্যবস্থাপক সহ অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর ও অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ মালয়েশিয়ার সিইও অংশ নেন।

এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে অন্যান্য ভার্চুয়াল কর্মশালা

করোনার এই মহামারীতে অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে এপ্রিল হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৪২টি কোর্সের ওপর কর্মশালার আয়োজন করে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের দিক নির্দেশনায় এবং এবিটিআই -এর পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের তত্ত্বাবধানে কর্মশালাগুলোতে প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখার ৮ হাজার ৭৬ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশনেন। জুমের মাধ্যমে ভার্চুয়াল এ কর্মশালাগুলোর টপিকস এর মধ্যে রয়েছে National Integrity Strategy (NIS), Annual Performance Agreement (APA) and Gender Equality, Application & Operation of Onlice Banking Software, Agri And Rural Credit Policy, Documentation & Recovery Procedure, IT security Management & Cyber Audit, Reconciliation for Outstanding Entries (CMO & CNG), Loan Application From Processing and New Loan Product, Loan Documention and Preservation of Documents Working Capital Assessment & Loan Processing, Anti-Money Laundering & Combating Financing of Terrorism (AML & CFT), Foreign Remittance Service Development and AML/CFT-Anti Fraud Compliance, Suit Management, An Interduction to Agent Banking, Corporate Culture/ Etiquette Manner & Skill Development ইত্যাদি। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে এবিটিআই -এর অনুষদ সদস্যগণ কর্মশালার সেশন পরিচালনা, সঞ্চালনা ও সমন্বয়কারির দায়িত্ব পালন করেন।

চুক্তিসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অগ্রণী-র রপ্তানিমুখী শিল্পখাত উন্নয়নের চুক্তি

রপ্তানিমুখী শিল্পখাত উন্নয়ন চুক্তি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর আবু ফারাহ মো. নাসের ও অগ্রণী ব্যাংকের এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্টরা

রপ্তানীমুখী শিল্পখাতকে আরও আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১ হাজার কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক সহ ১২টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর আবু ফারাহ মো. নাসের। অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সাসটেইন্যাবেল ফাইন্যান্স ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক খোন্দকার মোর্শেদ মিল্লাত। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহার, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. আবদুল্লাহ আল মামুন। আবু ফারাহ মো. নাসের সবুজ অর্থায়নে অগ্রণী ব্যাংক প্রথম হওয়ায় প্রশংসা করেন এবং অভিনন্দন জানান।

এ চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম সম্পন্ন হলে রপ্তানিযোগ্য শিল্পখাতের পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও ব্যাপক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হবে যা সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ২০২১ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণেও এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উভয়পক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অগ্রণী ব্যাংক ও আরপিসিএল নরিনকো-র চুক্তি

অনশোর ব্যাংক হিসাব এবং সিকিউরিটি এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেডের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় ১.৭৭৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ চুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে। ১২ মে অগ্রণী ব্যাংকের বোর্ড রুমে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্রণী ব্যাংক ও আরপিসিএল-নরিনকো-র চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন আরপিসিএল এবং আরএনপিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুস সবুর। এসময়ে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। অগ্রণী ব্যাংক সম্পর্কে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ। এছাড়াও ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে বক্তব্য দেন লিড এরেঞ্জার এক্সিম ব্যাংক অব চায়নার সু কি, ব্যাংক অব চায়নার উৎপাদক ব্যবস্থাপক ওয়াং জিয়াওদং এবং নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল এর ওয়াং জিংকিং। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওয়ালী উল্লাহ সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকতাগণ। ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন মহাব্যবস্থাপক আবদুস সামাদ পাটওয়ারী এবং আরপিসিএল নরিনকো-র পক্ষে কোম্পানি সচিব কাজী মোহাম্মদ তানভীর।

উল্লেখ্য ২.৫৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে চায়না সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ঘড়ৎরহপড় International Cooperation Ltd এবং বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান Rural Power Company Limited (আরপিসিএল লি.) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ বিদুৎ উন্নয়ন প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প নির্মাণ এবং কলাপাড়া ইউনিয়নের ৫০০ একর ভূমির উপর তাপবিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি

সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে সচিব সাইফুল ইসলাম এবং অগ্রণী ব্যাংকের এমডি মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ

সরকারের গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালার আলোকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। ৩ মে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভা কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে সচিব সাইফুল ইসলাম সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. বেলায়েত হোসেন, সদস্য অর্থ ও প্রশাসন (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সেখ আখতার হোসেন, সদস্য (কোম্পানি এফেয়ার্স) প্রকৌশলী মো. মাহবুবুর রহমান, সদস্য (পিঅ্যান্ডডি প্রকৌশলী) আশুতোষ রায়, সদস্য (উৎপাদন) প্রকৌশলী মো. আশরাফুল ইসলাম, সদস্য (বিতরণ) প্রকৌশলী মো. সামছুল আলম, নিয়ন্ত্রক হিসাব ও অর্থ কাজী আশরাফুল ইসলাম, বোর্ড সচিব সাইফুল ইসলাম আজাদ, জনসংযোগ পরিদপ্তরের পরিচালক সাইফুল হাসান চৌধুরী, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মনোয়ার হোসেন, এফসিএ, ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

অগ্রণী ব্যাংকের দীর্ঘকালীন আইন উপদেষ্টা এসএ রহিমের ইন্তেকাল

এডভোকেট এসএ রহিম

সুপ্রীম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও অগ্রণী ব্যাংকের দীর্ঘদীনের আইন উপদেষ্টা এস এ রহিম করোনা আক্রান্ত হয়ে পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ মে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... ... রাজিউন)। তিনি পাঁচ দশক ব্যাপী অগ্রণী ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক সহ ১৯৬২ ব্যাচে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে যে সব অগ্রণীয়ানকে হারিয়েছি

করোনার সংকটময় পরিস্থিতি ও কঠোর লকডাউনের মধ্যেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সম্মুখে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন অগ্রণী ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এপ্রিল থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত অনেক অগ্রণীয়ান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে করোনা, বিভিন্ন ব্যাধি এবং দুর্ঘটনায় ইহকাল ত্যাগ করেছেন বর্তমান ও প্রাক্তন অনেক অগ্রণীয়ান যন্মধ্যে ১২ জন ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। অগ্রণী ব্যাংকের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের আইন উপদেষ্টা এসএ রহিম ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি....রাজিউন)। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও বিভিন্ন সময় অগ্রণী ব্যাংকের এসকল অগ্রণীয়ানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

	নাম	পদবী	শাখা	প্রয়াণের তারিখ
১।	খোন্দকার ফাওজিয়া জেসমিন	এসপিও	আঞ্চলিক কার্যালয়, জামালপুর	০৫.০৪.২০২১
২।	মুহাম্মাদ মহিব্বুল্লাহ বাহার	প্রিন্সিপাল অফিসার	আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনা	০৫.০৪.২০২১
৩।	নজরুল ইসলাম	এজিএম	মাগুরা শাখা, মাগুরা	০৬.০৪.২০২১
৪।	মো. দুলাল মিয়া	কেয়ারটেকার-১	আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	০৭.০৪.২০২১
৫।	মো. গোলাম মোস্তফা	এজিএম (পিআরএল)	মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, খুলনা	১৫.০৪.২০২১
৬।	উজ্জ্বল বড়ুয়া	সিনিয়র অফিসার	আমানত খান সড়ক, চট্টগ্রাম	২১.০৪.২০২১
৭।	আমান উল্লাহ	কেয়ারটেকার-১	খুটাখালী শাখা, কক্সবাজার	২৭.০৪.২০২১
৮।	ফারুক হোসেন	ড্রাইভার কাম-সুপার ভাইজার	আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী	২৯.০৪.২০২১
৯।	মখফর উদ্দিন চৌধুরী	ডিজিএম (পিআরএল)	ফেঞ্চুবাজার শাখা,সিলেট	০৩.০৫.২০২১
১০।	মো. সাইফুর রহমান	ডিজিএম (পিআরএল)	অডিট এন্ড ইন্সপেকশন, ডিভিশন প্রধান কার্যালয়	০৭.০৫.২০২১
১১।	মো. ছানোয়ার হোসেন	জমাদার	কেদারগঞ্জ শাখা, চুয়াডাঙ্গা	১৪.০৫.২০২১
১২।	শফিকুল ইসলাম	জমাদার	হাকিমপুর শাখা, দিনাজপুর	২৮.০৫.২০২১
১৩।	*মো. আবু মুছা	কেয়ারটেকার-১	রুপবাবু বাজার শাখা, কুমিল্লা	০৭.০২.২০২১
১৪।	*মো. সাইদুল হোসেন	কেয়ারটেকার-১	ষ্ট্র্যান্ড রোড কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম	০৮.৩.২০২১

***তারকা চিহ্নিত দু'জনের রিপোর্টিং পরে হয়েছে বলে ই-অগ্রণী দর্পণ -এর জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সংখ্যায় মুদ্রিত ছিল না।**

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শিশু স্বর্গে তিরিশ মিনিট

শাহজাহান মন্টু

দিনটি ছিল বুধবার ১২ এপ্রিল ১৯৯৪ সাল। অফিসের কাজে নড়াইল জেলা শহরে গিয়েছিলাম। সংগে ছিল আমার সহকর্মী সাবেক ডিজিএম তাজু মুসলিম মিয়া ও এসপিও মঞ্জুর আলম। বিভিন্ন সময়ে খবরের কাগজ মারফত এবং একবারমাত্র চিত্র প্রদর্শনী দেখার মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পী এস এম সুলতান সম্পর্কে মনের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে একটা ছাপ পড়ে গিয়েছিল। এছাড়া আমার প্রতিবেশী আরেকজন চিত্রশিল্পী শেখ আফজাল যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শ্রেষ্ঠদের ছবি এঁকে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন, তার সংগে বিভিন্ন সময় গুণী শিল্পীদের চিত্রকর্ম নিয়ে আলোচনায় এস এম

এস এম সুলতানের সঙ্গে লেখক: ১২ এপ্রিল ১৯৯৪

সুলতান সম্পর্কে মনের গভীরে আরও দাগ কেটে গিয়েছিল।

একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করলেও শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে আমার আগ্রহ ও অনুরাগ বরাবরই আছে। নাড়াইলে এসে তাই এই গুণী শিল্পীর দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসব তা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল। শিল্পীকে শুধু দর্শন নয় তাঁর সান্নিধ্য স্মরণযোগ্য করে রাখার মানসে একজন আলোকচিত্রীকে নিয়ে রওয়ানা হলাম চিত্রা নদীর পাড়ে শিল্পীর বাসভবন "শিশু স্বর্গে"। সেখানে ঢুকতেই মনে হল অশান্ত পৃথিবীর বুকে এ যেন সত্যি ছোট্ট একটি স্বর্গ। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই হাতের ডান দিকে দেখলাম একটা বিরাট ক্যানভাস। লম্বায় দশ-পনের মিটারের কম নয়। রেখাচিত্র অংকনের মাধ্যমে প্রাক-ঐতিহাসিক জীবন থেকে বর্তমান জীবনে পদার্পণকারী মেহনতী মানুষের সংগ্রামের ক্রমাবর্তনের চিত্র। তখনও অংকন সমাপ্ত হয়নি। তার পাশেই দেখলাম রাজধানী ঢাকা থেকে আগত কতিপয় শিল্পানুরাগী শিল্পী এস এম সুলতানের বিভিন্ন চিত্র কর্মের ভিডিও রেকর্ডিং করেছেন। বাঁ পাশে লম্বা একটি টেবিল, যেখানে আশেপাশের গ্রাম থেকে আগত শিশু কিশোরেরা ছবি আঁকা শেখে। কেউ কেউ লেখা পড়াও করে। গোটা এলাকা বিভিন্ন ফল-ফুলের গাছে গাছে ঢাকা। রং- রেরংয়ের অসংখ্য পুষ্পে সুশোভিত এক মায়াময় পরিবেশ।

শিল্পীর পরিচর্যা ও শিশু স্বর্গের যত্নকারী এক যুবক এগিয়ে এলেন। আমাদের অভিপ্রায় জানাতেই বললেন, শিল্পী কয়েকদিন থেকে অসুস্থ। শ্বাস কষ্টে ভুগছেন। বিছানায় শুয়ে আছেন। আমরা ঢাকা থেকে এসেছি একনজর দেখেই চলে যাব, বলতেই তিনি শিল্পীর কাছে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

স্বপ্নের শিল্পী এস এম সুলতানকে দেখলাম খাটের উপর বসে আছেন। সাদা লুঙ্গী পরা, গায়ে একটি খদ্দরের পাঞ্জাবী, মোটা কাঁচের চশমার মধ্যে কৌতুহলী দৃষ্টি। আধাপাকা লম্বা অবিন্যস্থ চুল। তিন চার জন কিশোর কিশোরী শিল্পীকে ঘিরে বসে আছে। একটি কিশোরী স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শিল্পীকে শোনাচ্ছিল। আমরা ভিতরে ঢুকতেই সে কবিতা পাঠ বন্ধ করে অন্যান্যদেরসহ সরে বসে আমাদের জন্য জায়গা করে দিল।

শিল্পী বিছানায় তার পাশেই বসতে বললেন। একান্তভাবে আলাপ করার জন্য শিল্পীর কাছে গিয়ে বসলাম। দুঃখ প্রকাশ করে বললাম ঃ আপনাকে ডিস্টার্ব করতে এলাম। এদেরকে নিয়ে বোধ হয় কিছু করছিলেন। খুবই সাধারণভাবে শিল্পী বললেন, না, তেমন কিছু করছিলাম না। পাশে বসা ছোট একটি মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, এ দুটো কবিতা লিখেছে তাই পড়ে শোনাচ্ছিল। ওর কবিতা পরেও শোনা যাবে। আপনারা দূর থেকে এসেছেন। আপনাদের সংগে আগে কথা বলি। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করলাম সেই কিশোরী কবিতার খাতাটা হাতে নিয়ে

আগ্রহভরে বসে আছে। শিল্পীকে বললাম কবিতাটি পড়লে আমরাও না হয় শুনতাম। শিল্পীর অনুমতি পেয়ে কিশোরীটি আবার তার কবিতা পাঠ শুরু করল। যার বিষয়বস্তু সামাজিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস ও মূল্যবোধের অভাব।

শিল্পী সুলতান গভীর তন্ময় হয়ে কবিতাটি শুনছিলেন। কবিতা পাঠ শেষে এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করে তিনি বললেন, এই কিশোর বয়সে যেখানে তাদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও কলহাস্যে মুখরিত থাকার কথা,

বাংলার মাটি ও মানুষের শিল্পী এস এম সুলতানের শিশু স্বর্গে ডান পাশে লেখক: ১২ এপ্রিল ১৯৯৪

সেখানে দিনের শুরুতেই তারা দেখছে সন্ত্রাস- আর ঘুমাতে যাচ্ছে অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে।

শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলামঃ এ থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি?

তিনি সাবলীল ভঙ্গীতে বললেন, যারা রাজনীতি করেন, যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত এটার সমাধান করা তাদেরই দায়িত্ব। তবে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এ থেকে মুক্তি পাবার পথ নেই। দেশটা স্বাধীন হবার পর এমন একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু জনগনকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সেভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি। দেশের আপামর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে যেমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্ভব হয় না তেমনি তাদের সম্পৃক্ততা ছাড়া সমাজ পরিবর্তন হয়না এবং সমাজের ব্যধি দুর করা যায় না।
এ প্রসঙ্গে তিনি তার দীর্ঘ জীবনকালের দু'টি সফল রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলছিলেন, যার একটি '৫২ এর ভাষা আন্দোলন আরেকটি '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ। তিনি বলছিলেন এদেশের জনগণ শিক্ষিত নন কিন্তু তারা জাতীয় ইস্যুতে কখনো কোন ভুল করেননি। এ দু'টি সফল আন্দোলনই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু দুটি আন্দোলনের যে মূল লক্ষ্য ছিল তা শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ভাষা আন্দোলন সফল হলেও দেশের অধিকাংশ জনগণ দারিদ্রের কারণে সে ভাষা শেখার জন্য লেখাপড়ার সামান্যতম সুযোগও পায়নি। আর '৫২ থেকে '৯৪ এই দীর্ঘ ৪২ বছরে শাসক গোষ্ঠী এই দেশে ভাষার উন্নয়নে বাংলা একাডেমিতে ঝলমলে বই মেলার উৎসব ছাড়া আর কিছুই করেনি। একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রেও একই কথা। এই যুদ্ধ মূলতঃ ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সকল প্রকার অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে।

কিন্তু স্বাধীনতার পর কেউ সোনর বাংলা, কেউ নতুন বাংলা বানানোর নামে দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের লক্ষ্য থেকে তাদের ভিন্নমুখী করে তোলে। যার প্রক্রিয়া এখনো চলছে। খুব বিষাদের সংগে শিল্পী বলছিলেন, এমনতো হবার কথা ছিলনা। আসলে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। এক পর্যায়ে শিল্পীকে বললাম, আপনি রাজনীতিতে নেমে পড়ুন। তিনি একটু গম্ভীর হলেন, বললেন, এটা রাজনীতিবিদের দায়িত্ব। আমি শিল্পী। আমি আমার কাজ করার চেষ্টা করছি। এ দেশের গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবনের পটভূমিতে তাদের কর্ম বৈচিত্রকে সহজভাবে ফুটিয়ে তুলতে চিত্র আঁকছি। চেষ্টা করছি শিল্পকে সহজবোধ্য করে মানুষ ও প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্কের অভিব্যক্তি তুলে ধরতে। আমি বুঝি রং তুলি। আমার এ নিয়েই থাকা উচিৎ।

রাজনীতি না করলেও একজন সমাজ সচেতন দেশপ্রেমিক মানুষ চারদিকে এসব ব্যর্থতা দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। তাইতো শিল্পীর শিশু স্বর্গে বিশাল ক্যানভাসে আঁকা তাঁর কল্প রাজ্যের একটি ভিন্ন জীবন ধারার চিত্র। যার বাস্তবায়ন তিনি আজীবন কামনা করেছেন। শিল্পীর চিত্রকর্ম মানুষের শক্তি ও সৌন্দর্য্যের যুগল অভিব্যক্তিতে ভরপুর। তাঁর চিত্রে শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী পুরুষ এবং রমনী পেশীবহুল দৈহিক কাঠামোয় উদ্ভাসিত, যেখানে শ্রমের আনন্দ ও অভিলাষ সম্বলিত উৎফুল্লতা আর গ্রাম্য অভিব্যক্তি উপচে পড়ে যা তাঁর কল্পনার গ্রামীণ জীবন।

অসুস্থ শিল্পী এক সময়ে আমাদেরকে তাঁর শিশু স্বর্গের প্রাঙ্গণ ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে গেলেন। পিছনে চিত্রা নদী। ঘাটে একটি রংচংয়ে গহনার নৌকা বাধা। বুঝলাম কোন আনন্দের মূহুর্তে বা মন ভাল করার জন্য শিল্পী হয়তো বা কখনো এই নৌকায় চড়ে নদীতে ঘুরে বেড়ান। এক পাশে ছোট একটি চিড়িয়াখানার মত।

তাতে নানা ধরণের পশুপাখি। সবগুলো খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী সকল পশু পাখিগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে আদরে আদরে ভরে দিচ্ছিলেন। আর এমনভাবে আদর করে তাদের সংগে কথা বলছিলেন যেন মনে হচ্ছিল ওগুলো তাঁর সন্তান-সন্ততি। একটি খাঁচায় সম্ভবতঃ একটি বেবুন। কাছে যেতেই সেটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। শিল্পী তার মুখে স্নেহভরে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেনঃ আহ্ তোর সঙ্গীটি মারা গেছে। কাঁদিস না। আবার তোকে একটা সাথী এনে দেব। বলতে বলতে আবেগে শিল্পীর চোখ ভিজে উঠল। মনে হল যার স্ত্রী, পুত্র, সন্তান সন্তুতি কিছুই নেই তার হৃদয়ে কত গভীর ভালবাসা। আর সে ভালবাসা একটা ভাষাহীন পশুর জন্য। শিল্পীদের হৃদয় বোধ হয় এমনি অসীম দরদ আর ভালবাসায় পরিপূর্ণ।

সর্ববামে আরেকজন হাবিবিয়ান তাজু মুসলিম মিয়া

একপাশে দেখলাম একটা চালাঘরে একজন প্রৌঢ়া মহিলা রান্না করছে আর দাওয়ায় বসে এক যুবক মাছ কাটছে। তাদের দেখিয়ে শিল্পী বললেন, এরাই আমার দেখাশোনা করে। ইতোমধ্যে একটি কিশোর এসে খবর দিল চা তৈরী হয়ে গেছে। ক্লান্ত, অসুস্থ শিল্পী আমাদের নিয়ে আবার তাঁর শোবার ঘরে ঢুকলেন। অসীম স্নেহভরে নিজেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। তিনিও আমাদের সংগে এক কাপ চা খেলেন। খুবই স্বল্প সময় মাত্র তিরিশ মিনিট। এইটুকু সময়ের মধ্যে এই মহান শিল্পীকে দেখে মনে হ'ল তিনি যেন অনেক দিনের চেনাজানা এক

অমর শিল্পী এস এম সুলতানের সংগে (ডান থেকে দ্বিতীয়) লেখক ১২ এপ্রিল ১৯৯৪।

একান্ত আপনজন। আমাদের উঠবার সময় হয়ে গেল।

শিল্পীকে বললাম, অনুমতি দিলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
তিনি একটু হেসে বললেন, জিজ্ঞেস করুন।

বললাম, বিয়ে করেননি কেন? প্রেমে ব্যর্থতা? কথা শেষ হবার সংগে সংগে সহজ সরলভাবে তিনি বললেন, না তেমন কিছু নয়, বিয়ে করলে স্বাধীনতা থাকে না।
বললাম আমরা তো বিয়ে করেছি, জীবনতো চলছে।

তিনি সাথে সাথেই বললেন, আমার বিশ্বাস বিয়ে করে সংসার করা যায়। কিন্তু বিশেষ কিছু করতে হলে সীমাহীন স্বাধীনতার প্রয়োজন। বিয়ে করলে স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, রাত দুটো আমার কল্পনার রাজ্যে একটি পটভূমির উদয় হ'ল আমি ঐ মুহূর্তে ছবিটি আঁকতে চাই। আমার স্ত্রী হয়তো তা পছন্দ করছেন না। আমার ইচ্ছার যেমন স্বাধীনতা আছে একইভাবে তার অনিচ্ছারও তো স্বাধীনতা আছে। আমার নিজের বিশ্বাস; এমন দ্বন্দের মধ্যে বসবাস করা যায় কিন্তু কিছু সৃষ্টি করা যায়না। এমন কথাটি আমার পঞ্চাশ বছরের জীবনে এই প্রথম শুনলাম। কত সহজ সরল ব্যাখা।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম শিল্পীর ঘরের দেয়ালে কাঁচে বাঁধানো একটা আলাদা রকমের পোর্ট্রেট টাঙানো। কেমন যেন স্বতন্ত্র বোধ হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলে বললেন, ওটা প্রধান মন্ত্রীর মূখ্যসচিব ড. কামাল সিদ্দিকীর ছবি। তিনি এক সময়ে নড়াইলের মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। এটা তখনকার আঁকা ছবি।
তার সংগে শিল্পীর কি সম্পর্ক জানিনা তবে একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে কাকে যেন বললেন, ছবিটার ওপর মাকড়সার জাল পড়ে গেছে তোরা দেখিস না, কাল ওটা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করে দিস।

বিদায় নেবার আগে শিল্পীর সংগে কয়েকটি ছবি তোলার প্রস্তাব দিলে সানন্দে তিনি রাজী হলেন। শিশু স্বর্গের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে এই অচেনা লোকদের সংগে বেশ কয়েকটি ছবি তোলার জন্য পোজ দিলেন। তাঁর স্বপ্নের শিশুস্বর্গ এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। জানিনা এমন কেউ আছেন কিনা যিনি এই শিশু স্বর্গের পূর্ণ রূপ দিতে এগিয়ে আসবেন। আজ শিল্পী এস এম সুলতান নেই। কিন্তু তাঁর সংগে তিরিশ মিনিটের স্মৃতি আমার অন্তরে গেঁথে আছে। এই সহজ সরল মানুষটিকে আর কোন দিন দেখতে পাবনা ভাবতেই মনটা বিষাদে ভরে ওঠে।

রচনাকাল: নভেম্বর ১৯৯৬

লেখক: শাহজাহান মন্টু ১৯৬৮ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেডে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগদান করেন এবং ডিজিএম থাকা অবস্থায় অগ্রণী ব্যাংক থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে অন্য ব্যাংকে যোগদেন। সর্বশেষ তিনি সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের এমডি হিসেবে অবসরে যান। তিনি ভাষা মাতিন নামে খ্যাত প্রখ্যাত ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন -এর ভ্রাতুস্পুত্র।

কবিতা

পরস্পর দু'জন

দেবেন্দ্র মালাকার

আমরা হাত রাখলাম এ-ওর হাতে
চলন্ত সাইকেল আরোহী হাত ধরে চলেছি শহরের পথে
সড়কের মাঝামাঝি সমান্তরাল ডিভাইডার লাইন কিংবা
ব্যবহৃত রেল লাইন যেন আমরা
ছুঁয়ে আছি স্টেথোস্কোপ হাতে ভালোবাসা
হার্টবিট গুনছি এ্যাবাকাস ধরনে
এক দুই তিন.....

কখনো আমার সে নেকটাই হিট গান
ঝুলে থাকে কণ্ঠলগ্ন, গলায়, কুর্তার কাঁধে
ফিসফিস এয়ারফোনে কলিংবেলের পাখি ডাকে
জীবনানন্দ জীবনানন্দ

ফি-সময়ে আমিই জড়াই তাকে
গ্রীষ্মের বাতাসে পানীয়জল ঠান্ডা বোতলে
ফোঁটা ফোঁটা উৎসবে-উৎসবে
টিস্যু পেপারের মোলায়েমে বিচল ম্যাড়ম্যাড়ে ভাঁজ খুলে
তাকে দেখে নিই রাগমোচনের গভীর আলস্যে

অর্ধমৃত জীওল মাছের মত ভাঙায়
পড়ে থাকি; সমান্তরাল বায়বীয়
প্রেমিকের শয্যায়

অফিসার, রিকনসিলিয়েশন ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

স্মৃতির আরকাইভস

স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে

অগ্রণী ব্যাংকে এক সময়ে 'অগ্রণী দর্পণ' নামে একটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে মুদ্রিত হয়েছে। অগ্রণী পরিবারে সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ পেশাগত ক্ষেত্রে এক পারিবারিক যোগসূত্র তৈরি করেছিল ঘরোয়া পত্রিকাটি। অগ্রণী ব্যাংকের অভ্যন্তরে পত্রিকাটির পাঠকপ্রিয়তা ছিল। পুরনো দিনের দর্পণ -এর সেই সব সংখ্যার সাদা-কালো স্মৃতির অ্যালবাম থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিষয় তুলে আনা হবে বর্তমান ই-অগ্রণী দর্পণে। বর্তমান সংখ্যায় অগ্রণী দর্পণ এর ওই সময় প্রকাশিত দুটি ছবি পুনঃমুদ্রিত হল। নিম্নের ছবি দু'টি জানুয়ারি ১৯৮১ ও জুলাই ১৯৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত অগ্রণী ব্যাংকের বাংলা একাডেমি শাখা উদ্বোধন ও রিক্সা চালকদের ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের।

বাংলা একাডেমিতে অগ্রণী ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ শাখার উদ্বোধন করছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দীকি। পাশে অগ্রণী ব্যাংকের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক এবং পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক লুৎফর রহমান সরকার।

ছবিটির উৎস: অগ্রণী দর্পণ, জানুয়ারি ১৯৮১ সংখ্যা।

যে সব রিক্সাচালক অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়ে নিজেরাই রিক্সার মালিক হয়েছেন তারা ঋণদানকারী চুয়াডাঙ্গা শাখার সামনে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে এক ফটোসেশনে মিলিত হন।

ছবিটির উৎস: অগ্রণী দর্পণ, জুলাই ১৯৮০ সংখ্যা।

ফটো গ্যালারি

ফটোসেশনে বাম দিক থেকে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলাম, সদ্য প্রয়াত সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এবং সদ্য প্রয়াত অগ্রণী ব্যাংকের দীর্ঘকালীন আইন উপদেষ্টা এসএ রহিম।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলাম কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত আউটসোর্স সিকিউরিটি গার্ডদেরকে ঈদ উপহার প্রদান করা হয়।

ধন্যবাদ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation